দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 01 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

বি ম ল স র কা র

বিশ মাস পর ডিগ্রি পরীক্ষা!

২০০৯ সালে যেসব শিক্ষার্থী এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাস করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজে তিন বছরমেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল, তাদের ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ম অনুযায়ী ২০১২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু কেবল জুন নয়, ২০১২ সাল পুরোটাই যথারীতি পার হয়েছে। এরপর দেখতে দেখতে ২০১৩ সালও কালের অতলে হারিয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে করতে পরীক্ষার্থীরা একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু না, ডিগ্রি পরীক্ষার কোনো খবর কেউ জানতে পারেনি। না পরীক্ষার্থী, না উদ্বেগাকুল অভিভাবকরা। এমনকি চলতি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্তও ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখের ব্যাপারে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অধিভুক্ত কলেজগুলোর অধ্যক্ষ বা শিক্ষকরা ছিলেন গভীর অন্ধকারে ও চরম অনিশ্চয়তায়। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আকস্মিক ঘোষণা দেয়, ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা শুরু হবে ২০১৪ সালের ২ মার্চ থেকে। তিন মাস নয়, ছয় মাস নয়, ১২ মাসও নয়— সঠিক সময়ের একেবারে ২০ মাস পর ২০১২ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা ২ মার্চ ২০১৪ তারিখে অর্থাৎ আগামীকাল শুরু করতে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সেশনজটের এ এক নতুন রেকর্ড।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, নয় মাসব্যাপী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীন বাংলাদেশে বিগত ৪২ বছর তো বটেই; এর আগে ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন এবং আরও আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধসহ ২৫ বছরের ইংরেজ শাসন— কখনও ডিগ্রি পরীক্ষাসহ কোনো পাবলিক পরীক্ষা এত দেরিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার নজির পাওয়া যাবে না। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্বের বুকে কী বিশাল এক ঘটনা ছিল। পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠাও আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। তিন মাস কিংবা ছয় মাস সময় এবং কেবল মিছিল আর স্লোগানের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল, না আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলনও। চুয়ান্নর নির্বাচন, আইয়ুব খানের উত্থান ও পতন, ষাটের দশকের শিক্ষা ও ছয় দফা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও সাধারণ নির্বাচন— দুর্যোগ, দুর্ভোগ আর গ্লানি এবং গৌরব, মহিমা, আত্মত্যাগ আর অহংকার— কোনো দিক দিয়ে কোনো ঘটনাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিড়ম্বনা এবং ঘন ঘন রাজনৈতিক সংকটও তো আমাদের পিছু ছাড়ে না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের এ যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার যেখানে সবাইকে মনোযোগী হওয়ার ডাক দিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠার ২১ বছরেও কোনো একটি পরীক্ষার তারিখ পর্যন্ত যথাসময়ে ঘোষণা করতে পারেনি। কেবল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রেই নয়, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বছর বছর চরম খামখেয়ালির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এমনও নজির আছে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা গ্রহণ করতে সময় লাগানো হয়েছে মাসের হিসাবে প্রায় ৫ মাস (১৪৭ দিন)। এছাড়া ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ৭ মাস (২০৮ দিন) পর। কেবল তাই নয়, একের পর এক মোট চারবার তারিখ পিছিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।

অভিভাবকরা আজ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, দেশের সব শিক্ষা বোর্ড পুরো এক বছর আগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দিতে পারলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? লক্ষণীয়, কয়েক বছর ধরে শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে এসব পরীক্ষার ফলাফলও সফলভাবে জানিয়ে আসছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত আনুমানিক ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর জুন মাসেই জেনে যাচ্ছে, বছর শেষে তাদের প্রাথমিক ও এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা এবং জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা কোন মাসের কত তারিখ শুরু হবে। অথচ ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের রাখা হয় একেবারে অন্ধকারে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ মিলিয়ে সারা দেশে ডিগ্রি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ লাখের বেশি। সালে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করে যারা পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল, ২০১৪ সালের জুন মাসে তাদের ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা (তৃতীয় বর্ষ) তো দূরের কথা, কোনো অবস্থাতেই—প্রথম বর্ষ ডিঙানোরও সম্ভাবনা নেই। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কলেজে কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং ফরম পূরণের পর গত সাত-আট মাস কিংবা আরও বেশি সময় ধরে তারা অপেক্ষা করছে।

২০১১ সালে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করে যারা পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল, ২০১৪ সালের জুন মাসে তাদের ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা (তৃতীয় বর্ষ) তো দূরের কথা, কোনো অবস্থাতেই প্রথম বর্ষ ডিঙানোরও সম্ভাবনা নেই। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কলেজে কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং ফরম পূরণের পর গত সাত-আট মাস কিংবা আরও বেশি সময় ধরে তারা অপেক্ষা করছে।

সেমিস্টার সিস্টেম অনুযায়ী প্রথম বর্ষে ৪০০, দ্বিতীয় বর্ষে ৪০০ এবং তৃতীয় বর্ষে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা নিয়ে ওইসব পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি ও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। ২০০৯ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছে নিয়মিত হিসেবে, তারাই এবার চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার্থী। এ ছাড়া ২০১০ সালের উত্তীর্ণরা দ্বিতীয় বর্ষ এবং ২০১১ সালের উত্তীর্ণরা প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার কারণ হিসেবে এখানে আরও একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। ২০১১ বেশি সময় ধরে তারা অপেক্ষা করছে। এসব কিছুর প্রতি কারও কোনো নজর বা মনোযোগ আছে বলে লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঢিলেমি, উদাসীনতা দায়িত্বহীনতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অপরিণামদর্শিতা এমন সব শব্দ উচ্চারণ করেও ভুক্তভোগীরা স্বস্তি পাবেন বলে মনে হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে সময়, মেধা ও অর্থের এমন অপচয়ের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বে বোধকরি আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল সময়, মেধা আর অর্থ কেন, যে কোনো একটি পরীক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকদের আবেগ-অনুভূতিরও একটি বিষয় সব সময় জড়িত থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় সেই আবেগ-অনুভূতির বিষয়টিকেও একেবারে নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে। লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর সীমাহীন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝে রাখার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের প্রায় সব ক'টি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের কলেজগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ডিগ্রি পরীক্ষা পরিচালনা করত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী এবং ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ক্রমে এ তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যার যার আশপাশের কলেজগুলো পরিচালনার দায়িত্বভার বর্তায়। ডিগ্রি পরীক্ষাও পরিচালনা করত এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশে মোটামুটি সঠিক সময়ে ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই বছর মেয়াদি পাস কোর্স সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীদের কখনও তিন বছর সময় লেগেছে বলে শোনা যায় না। এককথায়, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 'সেশনজট' শব্দটির সঙ্গে দেশবাসীর বলতে গেলে কোনো পরিচয়ই ছিল না। আর এখন তিন বছরের কোর্স পাঁচ বছরেও শেষ করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অন্য সবকিছুর মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ৩ মাস, ৬ মাস করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সেশনজটের সৃষ্টি হয়, যা ছিল খুবই স্বাভাবিক (পাঠকদের মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং পূর্বাপর পরিস্থিতির কথা স্মরণ ও অনুমান করতে অনুরোধ করি)। কিন্তু এ পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৭৯ সালের ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা শুরু হয় একই বছরের ১২ জুলাই। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আকস্মিক সরকারি নির্দেশে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘন ঘন বন্ধ করে দেয়া হতো। তা সত্ত্বেও ডিগ্রি পাসকোর্সে কখনও ৩-৪ মাসেরও সেশনজটের সৃষ্টি হয়নি। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয় ২২ অক্টোবর। কিন্তু যতসব বিপত্তি সৃষ্টি হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান কোর্সের ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরে কোনো সেশনজট নেই। মাঝে-মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখা দিলেও বোর্ডগুলোর আগেভাগে তারিখ ঘোষণা, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিপত্তি দেখা দেয় না। কিন্তু ডিগ্রি পরীক্ষার ক্ষেত্রে? পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষার পালা যেন শেষই হতে চায় না। অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ৬০ দিনের মাথায় এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে কী লাভ, যদি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাস কোর্সে ভর্তি হতে চাইলে তাদের পুরো ৮-১০ মাস ধরে অপেক্ষা করতে হয়? ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে পাসকোর্সে কবে নাগাদ ভর্তি শুরু হবে। অথচ শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের আত্মপ্রসাদের সীমা নেই। আমরা জানার অপেক্ষায় আছি, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের বোধোদয় কবে হবে কিংবা আদৌ কখনও হবে কি-না।

বিমল সরকার : কলেজ শিক্ষক
bimalsarker59@gmail.com